Funded by the European Union

গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

সামাজিক নিরীক্ষা
সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি (ভিজিডি)

সিবিও প্রতিনিধি

গাইবান্ধা, রংপুর এবং নীলফামারী এর পক্ষ হতে

ঢাকাঃ ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯

সূচি

- ভূমিকা
- তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি
- পর্যবেক্ষণসমূহ
- সুপারিশসমূহ

ভূমিকা

ভূমিকা

- বাংলাদেশ সরকার দেশের সকল উন্নয়ন নীতিমালায় এসডিজি'র অগ্রাধিকারসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছে
- যদিও সামগ্রিক বিচারে এসডিজি বাস্তবায়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রের, একই সাথে স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা এসডিজি কাঠামোতে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এসডিজির ১৭ টি অভীষ্টের মধ্যে কমপক্ষে ১২ টির (৯, ১২, ১৩, ১৪ এবং ১৭ ব্যতিরেকে) বাস্তবায়নে সমন্বিত কমিউনিটি পর্যায়ের কর্মকৌশল প্রয়োজন হবে
- বাংলাদেশে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে সরকারি পরিষেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে এ সকল সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ততাসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার কথা সকলেই স্বীকার করে
- উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে সিপিডি ও অক্সফাম ইন্ বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় "গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ", শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে
- প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর জ্ঞানবর্ধন, সাংগঠনিক এবং নেটওয়ার্কিং দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিপন্ন এবং প্রান্তিক জনসম্প্রদায়ের এসডিজি সংশ্লিষ্ট সেবার চাহিদা এবং রাষ্ট্রের প্রদানকৃত সেবার মাঝে জবাবদিহিতার একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করা

ভূমিকা

- সামাজিক জবাবদিহিতা কৌশলের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল জাতীয় এবং স্থানীয় নীতিনির্ধারণ, উন্নয়ন অর্থায়ন, সেবা প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে নাগরিক এবং জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর, সরকারের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোভাব প্রকাশের মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখা
- এছাড়াও, এটি নাগরিক ও জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় সরকারি কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ এবং তার প্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া দেবার সুযোগ করে দেয়
- যেহেতু প্রকল্পটি স্থানীয় পর্যায়ে উন্নত সেবা প্রদান, সরকারি সেবার স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সঞ্চালিত হবে সেদিকগুলোকে মাথায় রেখে প্রকল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বহুল ব্যবহৃত সামাজিক জবাবদিহিতা টুল হিসেবে সামাজিক নিরীক্ষা (social audit) টুলটি নির্বাচন করা হয়েছে

ভূমিকা

- সামাজিক নিরীক্ষার বিষয়বস্তু হিসেবে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি (ভিজিডি) নির্বাচন করার কারণঃ
- সামাজিক নিরীক্ষার আলোচ্য এলাকা হিসেবে গাইবান্ধা, রংপুর ও নীলফামারীকে নির্বাচিত করা হয়েছে। এই জেলাসমূহ বাংলাদেশের দরিদ্রতম বিভাগ রংপুর এর অন্তর্গত
- ২০১৬ সালের খানা আয়ব্যয় জরীপের তথ্যানুযায়ী গাইবান্ধা, রংপুর ও নীলফামারী জেলায় দারিদ্র্যের হার যথাক্রমে ৪৬.৭%, ৪৩.৮% ও ৩২.৩% (উচ্চ দারিদ্র্যসীমা অনুযায়ী) যা দেশের গড় হারের (২৪.৩%) চেয়ে অনেক বেশি
- দরিদ্র জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধনে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে
- এসডিজির অন্তর্গত বেশকিছু অভীষ্ট যেমন দারিদ্র্য বিলোপ, সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ, জেন্ডার সমতা, শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অসমতা হ্রাস এবং সেসকল অভীষ্ট সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য সামাজিক সুরক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে
- সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসমূহ একই সাথে একাধিক ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে এসডিজি বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে

- এ প্রেক্ষাপটে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির একটি উদাহরণ হিসেবে ভিজিডিকে নির্বাচিত করা হয়েছে

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি

গাইবান্ধা

- জেলার ফুলছড়ি উপজেলার গজারিয়া ও ফুলছড়ি ইউনিয়নের মোট ১০০ জন সুবিধাভোগী থেকে ভিজিডি কর্মসূচির বিভিন্ন আঙ্গিক সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে
- উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাসহ উপরোক্ত দুইটি ইউনিয়নের ইউনিয়ন পরিষদ হতে সর্বমোট পাঁচজন সেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে

নীলফামারী

- জেলার ডিমলা উপজেলার পূর্ব ছাতনাই, টেপাখড়িবাড়ী ও খগাখড়িবাড়ী ইউনিয়নের মোট ৯০ জন উপকারভোগীর কাছ থেকে ভিজিডি কর্মসূচির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে
- ডিমলা উপজেলার মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাসহ উপরোক্ত তিনটি ইউনিয়নের ইউনিয়ন পরিষদ হতে সর্বমোট চারজন সেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে
  - ইউনিয়ন পরিষদগুলির চেয়ারম্যানবৃন্দের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে

পর্যবেক্ষণসমূহ

পর্যবেক্ষণসমূহ

- সামাজিক নিরীক্ষার তথ্য সংগ্রহকালে ভিজিডির উপকারভোগীদের অনেকেই বলেছেন যে ভিজিডি কার্ড পেতে আত্নীয়-স্বজন ও স্থানীয় নেতা সুপারিশ করেছেন। অনেকের মতেই বিনা তদবিরে এ কার্ড পাওয়া যায় না
- ভিজিডি কর্মসূচিতে নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কিছুক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভুত অর্থের লেনদেনের অভিযোগ পাওয়া যায়। যেমন গাইবান্ধার ১০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১১ জন এবং নীলফামারীর ৯০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৬ জন এরূপ অভিযোগ করেন। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের জড়িত থাকারও অভিযোগ পাওয়া যায়
- সেবাদাতাদের ভেতরেও কোন কোন ক্ষেত্রে সুবিধাভোগী নির্বাচনের শর্ত নিয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকে না। যেমন নীলফামারী জেলার তিনজন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ভিজিডি সুবিধাভোগীর বয়সসীমা নিয়ে তিনরকম তথ্য দেন
- ভিজিডি কার্ড বিতরণে স্ট্যান্ডিং কমিটির খুব বেশি সম্পৃক্ততা থাকে না এরূপ মন্তব্য নীলফামারী জেলা থেকে পাওয়া গেছে
- কখনো কখনো ভিজিডিতে প্রদত্ত দ্রব্যসমূহ ওজনে কম থাকে। উদাহরণস্বরূপ গাইবান্ধা জেলার জরীপকৃত ১০০ জন উপকারভোগীর ভেতর ২৩ জন এবং নীলফামারী জেলায় ৯০ জনের ভেতর ৭ জন ওজনে ১-২ বার কম পাওয়ার অভিযোগ করেন।

পর্যবেক্ষণসমূহ

- ওজনে কম পেলে বা অন্য কোন সমস্যার কথা জানিয়ে অভিযোগ করলে অনেক সময়ই তার কোন সমাধান হয় না। তবে এক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক পার্থক্য রয়েছে। যেমন গাইবান্ধার অভিযোগকারীগণ কোন সমাধান না পেলেও নীলফামারীতে এ চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত
  - অনেকক্ষেত্রে কোনরকম সমস্যা থাকলেও সুবিধাভোগীরা অভিযোগ করেন না
- অনেকক্ষেত্রেই সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে ভিজিডির চালের প্রতি বস্তা বাবদ কিছু অর্থ আদায় করা হয়। যেমন গাইবান্ধা জেলায় ১০০ এর মধ্যে ৫০ জন বস্তাপ্রতি ২৫-৩০ টাকা এবং নীলফামারী জেলায় ৯০ এর মধ্যে ১৭ জন বস্তাপ্রতি ১০-২০ টাকা করে দিয়েছেন
- ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা থাকলেও বাস্তবে এর প্রয়োগ খুব সামান্যই। উদাহরণস্বরূপ গাইবান্ধা জেলার জরীপকৃত ১০০ সুবিধাভোগীর ভেতর মাত্র ২৫ জন ১-২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। নীলফামারীর ক্ষেত্রে এ হার ৯০ জনের ভেতর মাত্র ৩ জন। যদিও জেলার ডিমলা উপজেলার মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ৫ দিনের প্রশিক্ষণের কথা উল্লেখ করেন
- উপকারভোগীদের মতে প্রাথমিক যাচাইবাছাই থেকে শুরু করে চাল বিতরণ করা পর্যন্ত প্রথমে মনিটরিং ব্যবস্থা সচল থাকলেও তা পরবর্তীতে অচল হয়ে পড়ে
- সেবাগ্রহীতা ও সেবাপ্রদানকারীদের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় বা যোগাযোগ না থাকা

সুপারিশসমূহ

সুপারিশসমূহ

- সেবাদাতা ও সেবাগ্রহীতা উভয়পক্ষের মতেই এলাকার চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভিজিডি কার্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে
- সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী অগ্রাধিকার বিবেচনা করে উপযুক্ত ব্যক্তিকে ভিজিডি প্রদান করা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো ও অর্থের লেনদেন বন্ধ করতে হবে। জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ এ বিষয়ে ভূমিকা রাখতে পারে
- ভিজিডির বরাদ্দকৃত চাল সময়মত বিতরণ করতে হবে
- ভিজিডি কার্ড বিতরণে স্ট্যান্ডিং কমিটির সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে হবে
- ভিজিডি কর্মসূচির অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে
- উপকারভোগীদের স্বাবলম্বী করার জন্য কর্মসূচির নীতিমালার আলোকে যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে
- উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার দপ্তর হতে নিয়মিত মনিটরিং এর ব্যবস্থা করতে হবে
- সর্বোপরি সেবাগ্রহীতা ও সেবাপ্রদানকারীদের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে। জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ এ বিষয়ে ভূমিকা রাখতে পারে

Funded by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

ধন্যবাদ